শেখ হাসিনাই রূপকার
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক উপহার

১২৭

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (লেভেল- ৮)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০।

স্মারক নং পসব্য/প্রকা/পরি-১০/২০১৭-১৮/ ১২৯৫ তারিখঃ ২০/১১/২০১৭ খ্রি.

প্রধান বন সংরক্ষক
বন অধিদপ্তর
বন ভবন
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক ,উন্নয়ন পরিকল্পনা ইউনিট ।

বিষয় ঃ বন অধিদপ্তর এবং পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে বন অধিদপ্তরের পত্র নং ২২.০১.০০০০.০০৯.২৯.৮৯৩.১৭.১৪৩৬ তারিখঃ ১৬/১১/২০১৭ খ্রিঃ প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। উক্ত পত্রের আলোকে বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিকল্প জীবিকায়নের বিষয়ে প্রস্তুতকৃত সমঝোতা স্মারকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের মনোনীত প্রতিনিধির স্বাক্ষর প্রদান পূর্বক এতদ্বসংগে ০২ প্রস্ত আপনাদের পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

আপনার বিশ্বস্ত

(মোঃ খাইরুল কবির)
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপিঃ

১. চেয়ারম্যান, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব,পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা,পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৫. উপ-প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৬. অফিস নথি

২০/১১/১৭
মোঃ সগির হোসেন
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

"স্থানীয় ও নৃ-গোষ্ঠী জনগণের সহায়তায় মধুপুর জাতীয় উদ্যানের ইকোট্যুরিজম উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প, বন অধিদপ্তর এবং পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক এর মধ্যে সম্পাদিত

সমঝোতা স্মারক

বন অধিদপ্তর বাংলাদেশের সকল প্রকার বন ভূমির রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের কাজ করে থাকে। বন অধিদপ্তর বন ভূমি রক্ষা ছাড়াও বনায়নের মাধ্যমে বনজ দ্রব্যের সরবরাহ বৃদ্ধির কাজ করে। এছাড়া বনজ সম্পদ উন্নয়নের জন্য বন অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকালে বনায়নের পাশাপাশি বন ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজও বাস্তবায়ন করতে হয়। বনের উপর নির্ভরশীল, বনের অপরাধের সাথে সরাসরি জড়িত ও মদদদাতাদের মধ্য থেকে Revegetation of Madhupur Forests Through Rehabilitation of Forest Dependant Local and Ethnic Communities (RMFTRFDLEC)প্রকল্পে আওতায় টাঙ্গাইল বন বিভাগের মধুপুর বন এলাকায় বসবাসরত ৫৭টি গ্রামের ৭০০ জন বন নির্ভর এবং বন অপরাধীকে Community Forest Worker (CFW) হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির ফলে তাদের মনোজগতে একটা পরিবর্তন এসেছে এবং তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে যে তারা আর বনাঞ্চল থেকে কোন গাছ কাটবে না এবং কাউকে গাছ কাটতে দেবে না। একসময়ের বন অপরাধীদের প্রচেষ্টায় RMFTRFDLEC প্রকল্পের আওতায় বন বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত চলমান প্রকল্পের আওতায় বনাঞ্চলে পাহারায় অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করায় ও তাদের কর্মতৎপরতায় মধুপুর বনাঞ্চল হতে গাছ কাটা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়। বনাঞ্চলের Forest Floorএ প্রাকৃতিকভাবে অসংখ্য বৃক্ষ প্রজাতি জন্মানো, বিদ্যমান শাল কপিচ বন নিবিড়ভাবে সংরক্ষণ ও পরিচর্যার ফলে মধুপুর বনের জীববৈচিত্র ফিরে এসেছে। বিলুপ্তপ্রায় বিবিধ উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি ফিরে আসার মত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বনের অভ্যন্তরে বন্য হরিণ, হনুমান, বানর, কাঠবিড়ালী, গুইসাপ, দেশী সাপ, বাঘডাস, বনমোরগসহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। পূর্ববর্তী প্রকল্পের CFW'দের বর্তমানে কমিউনিটি ভিত্তিক বন অপরাধ উদ্ঘাটনকারী গণের এ সকল কর্মতৎপরতা ধরে রাখার জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করা, সংগঠিত করা ও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন তথা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচনের জন্য বিক্ষিপ্ত ভাবে নেয়া উদ্যোগ সফল করা বা ধরে রাখার জন্য বন বিভাগের এতদবিষয়ে কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পন্ন লোকবল অপ্রতুল।

অপর পক্ষে, একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্প দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এর সাফল্য বিবেচনায় দেশের জনগণের দারিদ্র্য মুক্তির লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচনের এ কার্যক্রমকে স্থায়ীরূপ প্রদানের নিমিত্ত সরকার পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে। একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিতকরণ, সঞ্চয়ে উৎসাহ প্রদান, সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের মানবসত্তাকে শাণিতকরণ, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনায় পুঁজি গঠনে সহায়তা প্রদান, আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার কার্যক্রমসহ বহুমুখী কর্মকান্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবিকা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে লাগসই ও স্থায়ী দারিদ্র্য বিমোচন এবং টেকসই উন্নয়ন। যেহেতু পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্পের মাধ্যমে তার কারিগরি জনবল কর্তৃক নিবিড়ভাবে তদারাকির মাধ্যমে দেশের ২৫ লক্ষ দরিদ্র পরিবারের ১ কোটি ২৫ লক্ষ জনগোষ্ঠীর মাঝে দারিদ্র বিমোচনের মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে তাই মধুপুর বনাঞ্চলের বন নির্ভর ও বন অপরাধে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধকরণ, সংগঠিতকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের মানসিকতার পরিবর্তনকে স্থায়ী ভাবে ধরে রাখতে প্রশিক্ষিত কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন জনবল কর্তৃক নিবিড় তদারকির জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা যেতে পারে।

উপরে বর্নিত প্রেক্ষাপটে বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "স্থানীয় ও নৃ-গোষ্ঠী জনগণের সহায়তায় মধুপুর জাতীয় উদ্যানের ইকোট্যুরিজম উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা" প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সহযোগীতা নেয়া যেতে পারে।

১২৭

সমঝোতা স্মারক

এ সমঝোতা স্মারক অদ্য ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসের ২০ তারিখে বন অধিদপ্তর (অতঃপর যা ১ম পক্ষ হিসেবে বিবেচিত) এবং পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (অতঃপর যা ২য় পক্ষ হিসেবে বিবেচিত) উভয়ের পারস্পারিক সম্মতিক্রমে স্বাক্ষরিত হলো।

বন অধিদপ্তর একটি সরকারী সংস্থা এবং এ সমঝোতা স্মারকে বন অধিদপ্তরের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, টাঙ্গাইল বন বিভাগ।

এবং

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক একটি সরকারী সংস্থা এবং এ সমঝোতা স্মারকে পল্লী সঞ্চয়ী ব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব করেন .....উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

(১) সহযোগীতার ক্ষেত্র ঃ

বন অধিদপ্তর এবং পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক এ সমঝোতা স্মারকের আওতায় একযোগে কাজ করবে, যার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকবে ঃ

ক) বন অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন রক্ষিত/ সংরক্ষিত বনভূমি/ সহ-ব্যবস্থাপনা এলাকার জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধকরণ, সংগঠিতকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের মানসিকতার পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং মাঠ পর্যায়ে কাজ বাস্তবায়ন;

খ) পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের কোন গ্রুপের অভিপ্রায় অনুসারে কোন সংস্থার বা সরকারী ভূমিতে(যদি থাকে) বনায়ন;

গ) দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ;

ঘ) একে অপরকে অভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরি পরামর্শ ও গবেষণায় সহযোগীতা প্রদান;

ঙ) তথ্য ও প্রকাশনা বিনিময়।

(২) সমঝোতা স্মারকের মেয়াদকাল ঃ

এ সমঝোতা স্মারকের মেয়াদকাল সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরের তারিখ হতে প্রাথমিকভাবে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে এবং পরবর্তী মেয়াদের জন্য নবায়নযোগ্য হবে।

(৩) বন অধিদপ্তরের দায়িত্ব ঃ

ক) বন নির্ভর জনগোষ্ঠী/ পূর্ববর্তী প্রকল্পের CFW (বর্তমানে কমিউনিটি ভিত্তিক বন অপরাধ উদ্ঘাটনকারী) গণের তালিকা প্রনয়ন, উদ্বুদ্ধকরণ, সংগঠিতকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদানের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও কাজের বিবরণ এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্থবছরের শুরুতেই পল্লী সঞ্চয় ব্যাংককে অবহিত করবে।

খ) বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংককে বন অধিদপ্তরের আওতাধীন রক্ষিত/ সংরক্ষিত বনভূমি/ সহ-ব্যবস্থাপনা এলাকার বন নির্ভর জনগোষ্ঠী/ পূর্ববর্তী প্রকল্পের CFW (বর্তমানে কমিউনিটি ভিত্তিক বন

১৬০

অপরাধ উদ্ঘাটনকারী) গণের তালিকা প্রনয়ন, উদ্বুদ্ধকরণ, সংগঠিতকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান করবে।

গ) বন অধিদপ্তর পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সহায়তায় বন নির্ভর জনগোষ্ঠী/ সমাপ্ত প্রকল্পের CFW (বর্তমানে কমিউনিটি ভিত্তিক বন অপরাধ উদ্ঘাটনকারী) গণের তালিকা প্রনয়ন, উদ্বুদ্ধকরণ, সংগঠিতকরণ এবং কর্মসংস্থান মূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন করবে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের ৬৮৫১ কোডের ৪০০.০ লক্ষ(চার কোটি) টাকা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্পের মডেল অনুসরণ করে এসব জনগোষ্ঠীকে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের মাধ্যমে একক/ দলগত ভাবে ঋন প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হবে। ঋন বহির্ভূত কর্মকান্ডে কোন তহবিল ব্যবহার করা যাবে না।

ঘ) বন অধিদপ্তর পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের কোন গ্রুপের অভিপ্রায় অনুসারে কোন সংস্থার বা সরকারী ভূমিতে(যদি থাকে) বনায়ন কার্যক্রমে কারিগরি পরামর্শ ও বাস্তবায়নে সহযোগীতা প্রদান করবে এবং বাগানের সম্পৃক্ত উপকারভোগীগণকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের দেয় প্রশিক্ষণে বন অধিদপ্তর প্রশিক্ষক প্রেরণ করবে। প্রশিক্ষণের সংস্থান থাকা সাপেক্ষে বন অধিদপ্তর পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মীবৃন্দকে বনায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

ঙ) বন অধিদপ্তর বনায়ন সংক্রান্ত প্রকাশনার কপি পল্লী সঞ্চয় ব্যাংককে সরবরাহ করবে।

(৪) পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের দায়িত্ব ঃ

ক) পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক বন নির্ভর পূর্ববর্তী প্রকল্পের ৭০০ জন CFW (বর্তমানে কমিউনিটি ভিত্তিক বন অপরাধ উদ্ঘাটনকারী) গণকে সংগঠিতকরণ, সঞ্চয়ে উৎসাহ প্রদান, সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বন সংরক্ষণ দল গঠনসহ তাদের মানবসত্তাকে শাণিতকরণ, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনায় পুঁজি গঠনে সহায়তা প্রদান, আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার কার্যক্রমসহ বহুমুখী কর্মকান্ড পরিচালনা করবে। বন নির্ভর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে বন সংরক্ষণ দল গঠন কার্যক্রম বন বিভাগের মাঠ পর্যায়ের বিট কর্মকর্তা/ রেঞ্জ কর্মকর্তার সহায়তায় সম্পন্ন করবে।

বিকল্প জীবিকায়ন কর্মসূচির **Mode of Operation**

১ম ধাপ- সমিতি গঠন ও অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে তহবিল গঠন ও প্রশিক্ষণ ঃ-
প্রকল্প সভায় সদস্য বাছাই, বাছাইকৃত উপকারভোগী নিয়ে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন, সমিতির স্থায়ী পুঁজি গঠনের লক্ষে সঞ্চয়ী মানষিকতা গড়ে তোলা, প্রতিটি সদস্যের ভাতা এখানে সঞ্চয় হিসেবে জমা হবে। মাসিক সঞ্চয়ের সমপরিমাণ বোনাস ও সমিতি তহবিলে বাৎসরিক ১,৫০,০০০/- টাকা ঘূর্ণায়মান তহবিল প্রদানের মাধ্যমে সমিতির মূলধন গঠন। মুলধন গঠনের যাবতীয় লেনদেন অনলাইনে সম্পন্ন করণ। জীবিকা ভিত্তিক সমিতির সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষনের জন্য সমিতি ভিত্তিক পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক হতে ১,৫০,০০০/- টাকা ঘূর্ণায়মান তহবিল প্রদান করা হবে।

২য় ধাপ- বিনিয়োগ ঃ-
সকল সদস্য নিজ নিজ জীবিকা/ পেশার সাথে সঙ্গতি রেখে স্বাধীনভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামার গড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নিজস্ব প্রয়োজনমত অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ।

৩য় ধাপ- জীবিকাভিত্তিক আয় বর্ধক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পারিবারিক খামার সৃজন ঃ-
সমিতি হতে ঋণ পাওয়ার পর সদস্যগণ নিজ নিজ প্রয়োজনে ও চাহিদার ভিত্তিতে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে বিনিয়োগের মাধ্যমে দরিদ্র বিমোচনের জন্য কৃষি ও অকৃষি কাজে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পারিবারিক খামার সৃজন।

৪র্থ ধাপ- ঋণ পরিশোধ ঃ-
সমিতি হতে গৃহীত ঋনের অর্থ আয় বৃদ্ধি শুরুর পর কিস্তিতে ঋণের অর্থ নিয়মিতভাবে সমিতির হিসাবে পরিশোধ করা। পরিশোধিত অর্থ সমিতির আবর্তক তহবিল হিসেবে দরিদ্র উপকারভোগীগন দারিদ্র্যমুক্তির জন্য স্থায়ীভাবে ব্যবহার।

৫ম ধাপ- তহবিল গঠন ও ব্যবহারের বিশেষত্ব ঃ-
সদস্যগন তহবিলের টাকা নিজ নিজ প্রয়োজনে ও চাহিদার ভিত্তিতে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে বিনিয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কাজে স্থায়ীভাবে ব্যবহার করতে পারছে এবং পারবে। দারিদ্র্যমুক্তির এ দর্শনের মূল প্রতিপ্রাদ্য বিষয় হলো "দরিদ্র্য জনগোষ্ঠী দ্বারা তহবিল গঠন, দরিদ্র জনগোষ্ঠী দ্বারা তহবিল ব্যবহার এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠী দ্বারা তহবিল ব্যবস্থাপনা।" যার মাধ্যমে স্থায়ী পুঁজি ও তার স্থায়ী ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৬ষ্ঠ ধাপ- গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধিত ঋণ ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে গঠন ও ব্যবহার ঃ-
আলোচ্য প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মধুপুর জাতীয় উদ্যানের অভ্যন্তরে ও সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী স্থানীয় ও নৃ-গোষ্ঠী জনগণের জীবন জীবিকার মান উন্নয়নে প্রকল্প নির্ভরতা হ্রাস করা। আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে বন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় তহবিল এবং পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় সমপরিমান সম্পুরক তহবিল সহযোগে সমিতি ভিত্তিক প্রাথমিক ঋণ তহবিল গঠিত হবে। যা হতে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের ঋণ প্রদান করা হবে। পরবর্তীতে গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধিত ঋণ সমিতির তহবিলে সংযুক্ত হবে- যা ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে পরবর্তী ঋণদান কাজে ব্যবহার করা হবে। এ ভাবে একটি স্থায়ী পুজি গঠিত হবে, যার ফলে পরবর্তীতে কোন প্রকল্প সহযোগিতা ছাড়াই স্থানীয় নৃ-গোষ্ঠী জনগণের জীবন জীবিকার মান উন্নয়নে এ তহবিল স্থায়ী ও টেকসই ভূমিকা পালন করবে।

খ) পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে গঠিত বন সংরক্ষণ দলের ৭০০ জন সদস্যদের তালিকা প্রনয়নের পর বন সংরক্ষন দলের সদস্যদের উদ্বুদ্ধকরণ, সমিতি গঠন, অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে তহবিল গঠন, নিজ পূর্ববর্তী প্রকল্পের CFW (বর্তমানে কমিউনিটি ভিত্তিক বন অপরাধ উদ্ঘাটনকারী) গণের নিজ জীবিকা/ পেশার সাথে সঙ্গতি রেখে স্বাধীনভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামার স্থাপন, প্রশিক্ষণ প্রদান, একক/ দলগত ভাবে সমিতির মাধ্যমে প্রাপ্য সুবিধাদি/ ঋন প্রদান করে তাদের দারিদ্র বিমোচনের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কর্তৃক বন বিভাগের প্রস্তাবিত "স্থানীয় ও নৃ-গোষ্ঠী জনগণের সহায়তায় মধুপুর জাতীয় উদ্যানের ইকোট্যুরিজম উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা" প্রকল্পের ৬৮৫১ কোডে বরাদ্দকৃত ৪০০.০ লক্ষ (চার কোটি) টাকা হতে ঋন প্রদান করা হবে। আলোচ্য প্রকল্প হতে বন অধিদপ্তর কর্তৃক পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের অনুকুলে প্রদেয় উক্ত তহবিলের সম্পূর্ন অংশ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক শুধুমাত্র প্রকল্পের সুবিধভোগীদের ঋন দান কাজে ব্যবহার করবে। এ সকল কাজ বন বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সহ কোন ব্যক্তি বা দলকে ঋন প্রদানের পূর্বে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার ছাড়পত্র গ্রহন করতে হবে।

গ) গঠিত বন সংরক্ষণ দলের বার্ষিক কর্মসূচী মোতাবেক বিভিন্ন কার্যক্রম মাঠপর্যায়ে নিবিড়ভাবে তদারকির জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রয়োজনীয় সংখ্যক কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন জনবল নিযুক্ত করবে এবং সময়ানুয়ায়ী তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। বন সংরক্ষণ দল/ ব্যক্তিকে ঋন প্রদান ও আদায় পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী করতে হবে। অনাদায়ী ঋনের জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক দায়ী থাকবে।

ঘ) বাস্তবায়িত কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ০৭(সাত) তারিখের মধ্যে প্রণয়ন করে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক বন অধিদপ্তরকে অবহিত করবে।

ঙ) বন অধিদপ্তরের আওতায় পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের মাধ্যমে বাস্তবায়িত সকল কাজের অডিটের বিষয়ে যাবতীয় নথি সংরক্ষণসহ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

চ) দু'টি সংস্থার মধ্যে সহযোগীতার ক্ষেত্রসমূহ সম্প্রসারণ, জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক বন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট ষ্টাফদেরকে সভা, সেমিনার বা কর্মশালায় আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

ছ) পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের কোন গ্রুপের অভিপ্রায় অনুসারে কোন সংস্থার ভূমিতে(যদি থাকে) বনায়ন করার পরিকল্পনা থাকলে তা অর্থবছরের শুরুতে বন অধিদপ্তরকে অবহিত করবে।

জ) বন অধিদপ্তর ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে একে অপরকে সহযোগীতা প্রদান করবে।

(৫) মত-দ্বৈততা নিরসন ঃ

কাজ সম্পাদনে কোন মত-দ্বৈততা সৃষ্টি হলে প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর ও চেয়ারম্যান, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করবেন। তারা মত-দ্বৈততা নিরসনে ব্যর্থ হলে সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(৬) সমঝোতা স্মারক সংশোধন ও মধ্যবর্তী মূল্যায়নঃ

সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ মূল্যায়ন করতঃ প্রকল্পের ২য় বৎসরে প্রয়োজনে সমঝোতা স্মারকটি উভয় পক্ষের সম্মতিতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধন করা যাবে।

বন অধিদপ্তরের পক্ষে
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
টাংগাইল বন বিভাগ

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের পক্ষে

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক